প্রঃ একত্ববাদী তত্ত্বকে বহুত্ববাদীরা কী ভাবে সমালোচনা করেছেন?

উঃ সার্বভৌমিকতার বহুত্ববাদী তত্ত্বটি হল সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চরম, অবিভাজ্য ও অবাধ বলে একত্ববাদীরা যা দাবী করেন তারই প্রতিবাদ হিসাবে এই তত্ত্বের উদ্ভব। সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার অন্যতম প্রবক্তা হলেন বহুত্ববাদী তাত্ত্বিকগন। বহুত্ববাদী তত্ত্বটিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে 1 সাবেকি বা ধ্রুপদী বহুত্ববাদ যার মুখ্য প্রবক্তা হলেন জি ডি এইচ কোল, ফিগিস, গিয়ার্কে, মেইটল্যান্ড, দ্যুগুই, ল্যাস্কি , বার্কার প্রমুখ।
এই পর্যায়ের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিকাশ হয়েছে বিংশ শতকের পঞ্চম দশক থেকে। তৃতীয় পর্যায়টির মুখ্য প্রবক্তা হলেন রবার্ট ডাল, অ্যালান বল, ডেভিড অ্যাপটার, জি .এ. আলমন্ড ও পাওয়েল প্রমূখ। এই পর্যায়টি গোষ্ঠী কেন্দ্রিক বিশ্লেষণের কথা বলেছিল এবং বিংশ শতকের সত্তর ও তৎপরবর্তী দশকের তাত্ত্বিক রচনায় পরিলক্ষিত হয়।

সার্বভৌমিকতার বহুত্ববাদী তত্ত্বের উৎস হল চূড়ান্ত রাষ্ট্র কর্তৃত্ব  এবং একত্ববাদের বিরোধী ধারণা হিসেবে। বহুত্ববাদীরা বিভিন্ন দিক থেকে একত্ববাদী তত্ত্বের সমালোচনা  করেছেন।
1. **একমাত্র রাষ্ট্রই সার্বভৌমিকতার অধিকারী নয়-** বহুত্ববাদীরা একত্ববাদের যে তত্ত্বটিকে প্রথম সমালোচনা করেছেন, সেটি হল একমাত্র রাষ্ট্রই সার্বভৌমিকতার অধিকারী। বহুত্ববাদী তাত্ত্বিকরা অনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমের বিরোধিতা করেন এবং ব্যক্তির বিকাশে সমাজের বিভিন্ন সংস্থাগুলির ভূমিকাকে তুলে ধরেন। ফিগিস, মেইটল্যান্ড, কোল প্রত্যেকেই সংগঠনগুলির গুরুত্বের কথা বলেছেন।
2. **রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য স্বাভাবিক বা নৈতিক নয়-** ল্যাস্কি “অথরিটি ইন মডার্ন স্টেট” গ্রন্থে ব্যক্তির রাষ্ট্রের প্রতি স্বাভাবিক বা নৈতিক আনুগত্যের তত্ত্বটির বিরোধিতা করেছেন। ল্যাস্কি মনে করেন রাষ্ট্র যদিও ক্ষমতা প্রয়োগের চূড়ান্ত অধিকারী তথাপি রাষ্ট্র সমাজের অন্যান্য সংঘের তুলনায় নৈতিকভাবে কোন আনুগত্য দাবী করতে পারে না। 1925 সালে প্রকাশিত “এ গ্রামার অফ পলিটিক্স” গ্রন্থে তিনি সার্বভৌমিকতার সংকট নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন, সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের সমবায়মূলক প্রকৃতির উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন।

3. **চূড়ান্ত সার্বভৌমিকতা কতিপয় ক্ষমতালিপ্সুর অলীক কল্পনা**- লাস্কির মতে চূড়ান্ত সার্বভৌমিকতা কতিপয় ক্ষমতালিপ্সুর কাছে অলীক কল্পনা মাত্র। পরিবর্তে, তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসনমূলক ব্যবস্থা, শিল্প পরিচালনায় শ্রমিক সংগঠনগুলির ভূমিকা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ প্রভৃতির ওপর জোর দেন।

4. **রাষ্ট্র অপেক্ষা পুর সমাজ অধিকতর ক্ষমতাশালী-**  বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি ও ব্যক্তি-সংস্থাগুলি অধিকতর সক্রিয় হতে পারে বলে মনে করেন। রাষ্ট্রের পরিবর্তে পৌর সমাজ অধিকতর ক্ষমতাশালী হয় তার স্বপক্ষে এঁরা মত প্রকাশ করেন।
5. **স্বার্থ সম্বলিত গোষ্ঠীগুলির সমন্বয়ে গঠিত এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা-** বহুত্ববাদীরা মনে করতেন পাশ্চাত্য সমাজ যেহেতু সম-প্রকৃতি সম্পন্ন নাগরিকদের নিয়ে গঠিত নয় বরং বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং সংগঠিতভাবে বা স্বতঃস্ফুর্ত অসংগঠিতভাবে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক চাহিদাগুলি সংরক্ষণে আগ্রহী তাই রাজনীতি বিজ্ঞানীগণ এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলির প্রকৃতি অনুসরণে অগ্রসর হন। এই গোষ্ঠীগুলি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভিন্ন অথবা একক স্বার্থ সম্পন্ন; রাষ্ট্রের পরিবর্তে বিভিন্ন স্বার্থ সম্বলিত গোষ্ঠীগুলির সমন্বয়ে গঠিত এক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কীভাবে এই ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বজায় থাকে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয় সেই প্রশ্নটি রাজনীতি বিজ্ঞানীদের কাছে প্রধান বিবেচ্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যেহেতু সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে রয়েছে বহুত্ববাদীরা সে কারণেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে কেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকরণে বহু বিভক্ত প্রতিষ্ঠানের ওপর ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী।
বহুত্ববাদের সীমাবদ্ধতা

1. **বহুত্ববাদ আইনগত ও নৈতিক ধারণার মধ্যে পৃথকীকরণ করেনি**- গেটেলের মতে, বহুত্ববাদে আইনগত ও নৈতিক ধারণার মধ্যে পৃথকীকরণ করা হয়নি। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ধারণা আইনগত ধারণা, নৈতিক ধারণা নয়।

2. **সমাজে বিভিন্ন সংগঠনগুলির মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসার ক্ষমতা রাষ্ট্রকেই অর্পণ**- বহুত্ববাদী তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংগঠনের মত একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও, অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলির মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসা করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের উপরে অর্পণ করেন। রাষ্ট্রকে এই ধরনের কার্য সম্পাদন করতে হলে অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে।

3. **রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দিলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বতঃস্ফুর্ত বিকাশ সম্ভবপর নয়-** ফ্রান্সিস কোকার মনে করেন, বহুত্ববাদের বক্তব্য অনুযায়ী ব্যক্তি ও গোষ্ঠিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দিলেই তাদের স্বতঃস্ফুর্ত বিকাশ সম্ভবপর হবে। কিন্তু এর ফলে, অরাজকতার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

4. **বহুজাতিক সমাজে একই ধরনের আইন না থাকলে এবং আইনের উৎসমুখ এক না হলে পরস্পর বিরোধিতা দেখা দেবে-** বহুত্ববাদীদের তত্ত্বে এই বক্তব্য নিয়ে স্ববিরোধিতা দেখা যায়। বহুত্ববাদীগণ ব্যক্তি-আচরণের নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনের প্রয়োজন স্বীকার করেন অথচ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রের গুরুত্বকে অস্বীকার করেন।

5. **শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার কারণেই রাষ্ট্রের অবিভাজ্য অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার দাবী-** ল্যাস্কির মতে, শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাই যেহেতু রাষ্ট্রের অন্যতম বিবেচ্য বিষয় সেহেতু রাষ্ট্রকে অবিভাজ্য অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার দাবী করতে হয়।

বহুত্ববাদী তত্ত্বটি সমালোচিত হলেও ল্যাস্কী বহুত্ববাদের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উল্লেখ করেছেন 1. রাষ্ট্র সম্পর্কে আইনের কোন তথ্যই রাষ্ট্রের ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট নয় তা বহুত্ববাদ তুলে ধরেছে

2. আইনগতভাবে হলেও নৈতিক অধিকার ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে রাষ্ট্র অন্যান্য সংঘের তুলনায় বেশি আনুগত্য দাবী করতে পারে না।

3. রাষ্ট্রের ধারণা মূলত একটি ক্ষমতার ধারণা সুতরাং নৈতিক দিক থেকে তা সমর্থন যোগ্য নয়।